M13/1/AXBEN/SP1/BEN/TZ0/XX

22130023

International Baccalaureate®
Baccalauréat International
Bachillerato Internacional

BENGALI A: LITERATURE – STANDARD LEVEL – PAPER 1
BENGALI A : LITTÉRATURE – NIVEAU MOYEN – ÉPREUVE 1
BENGALÍ A: LITERATURA – NIVEL MEDIO – PRUEBA 1

Wednesday 8 May 2013 (morning)
Mercredi 8 mai 2013 (matin)
Miércoles 8 de mayo de 2013 (mañana)

1 hour 30 minutes / 1 heure 30 minutes / 1 hora 30 minutos

INSTRUCTIONS TO CANDIDATES

- Do not open this examination paper until instructed to do so.
- Write a guided literary analysis on one passage only. In your answer you must address both of the guiding questions provided.
- The maximum mark for this examination paper is *[20 marks]*.

INSTRUCTIONS DESTINÉES AUX CANDIDATS

- N’ouvrez pas cette épreuve avant d’y être autorisé(e).
- Rédigez une analyse littéraire dirigée d’un seul des passages. Les deux questions d’orientation fournies doivent être traitées dans votre réponse.
- Le nombre maximum de points pour cette épreuve d’examen est *[20 points]*.

INSTRUCCIONES PARA LOS ALUMNOS

- No abra esta prueba hasta que se lo autoricen.
- Escriba un análisis literario guiado sobre un solo pasaje. Debe abordar las dos preguntas de orientación en su respuesta.
- La puntuación máxima para esta prueba de examen es *[20 puntos]*.

© International Baccalaureate Organization 2013

https://xtremepape.rs/

*নিচে দেওয়া দুটি রচনার মধ্যে যেকোন **একটির** সাহিত্যিক বিশ্লেষণ (গাইডেড লিটেরারি অ্যানালিসিস্) কর। উত্তরটির জন্য অবশ্যই রচনার নিচে দেওয়া সহায়ক প্রশ্নদুটিকে রূপরেখা হিসাবে ব্যবহার করতে হবে:*

1.

সীমা ওসব ভাবনা আজ করে না। ওর চোখের সামনে বাবার চেতনাহীন দেহটা ভেসে ওঠে। আজ মনে হয় সব নির্ভর আশ্বাস হারিয়ে যাবে তার।

ওর সবকিছুই হারিয়ে গেছে। পায়নি আর কিছু। রাত কত জানে না।

তারাগুলো দূর আকাশে জ্বলছে কি দীপ্তি নিয়ে। রাতের বাতাস শূন্য–মাঠের মাঝ দিয়ে হুহু শব্দে চাপা কান্নার শব্দ নিয়ে আসে। সীমা বাবার অসাড় দেহটার দিকে তাকিয়ে আর্তনাদ করে আসছে। কখন তার শেষ নিঃশ্বাস বের হয়ে গেছে। মনোরঞ্জনবাবু আর নেই।

সীমা রাতের অতন্দ্র প্রহরে ওই প্রাণহীন দেহটাকে আগলে বসে আছে। আর্তনাদ করে ওঠে সে।

ওর কান্নার শব্দে সুবিনয়ের ঘুম ভেঙ্গে যায়। বের হয়ে এসে দেখে সীমা প্রাণহীন দেহটার বুকের উপর আছড়ে পড়ে কাঁদছে। অসহায় কান্নায় ভেঙে পড়েছে সে।

সীমার মনে হয় আজ তার সব হারানোর পালার একটা অঙ্ক শেষ হল। সেই দৃশ্যে উপন্যাসের একটা অধ্যায়ের শেষে পড়ল লাল কালির দাগ আর হিসাব নিকাশ শেষের সমাপ্তিসূচক তিনটে শূন্য। সেই রঙীন ছাতাটা তার নাগালের বাইরে দমকা হাওয়ায় দুলে দুলে চলেছে। ও যেন ডাকছে তাকে কি অব্যক্ত আহ্বানে আর সেই ডাকে ছুটে চলেছে একটি ছোট্ট অসহায় মেয়ে।

কিন্তু তার হাত থেকে সেই বর্ণালী ঘেরা অস্তিত্বটুকু অনেক দূরে চলে গেছে, হারিয়ে গেল অনন্তকালের সীমাহীন গহনে। কোনদিনই ফিরবে না আর সেইটুকু। এমনি নিঃশেষে হারানোর একটা অধ্যায় শেষ হয়ে গেল।

আজ এতবড় পৃথিবীতে সে নিঃসঙ্গ একা।

সুবিনয়ও দেখেছে ব্যাপারটা। সীমা স্তব্ধ হয়ে বসে আছে। দু'চোখে তার জল নেমেছে। অসহ্য বেদনায় কেঁপে কেঁপে উঠছে তার সারাদেহ। আর্তনাদ করে ওঠে সীমা–সব হারিয়ে গেল সুবিনয়বাবু।

সবই হারায়। তবু মানুষকে সব সয়ে বাঁচতে হয়। একমাত্র মানুষই পারে এই দুঃসহ শোকদুঃখগুলো সহ্য করতে। সৃষ্টিকর্তা শোকব্যথারও সৃষ্টি করেছিলেন। বৃক্ষ–তরুশ্রেণীকে শোক ভার দিলেন, সেই অসহ্য জ্বালায় সারা প্রকৃতি প্রাণহীন হয়ে গেল। গাছপালার সবুজ স্নিগ্ধতা ফুরিয়ে গেল। তার ফুল ফোটানোর ফলফলানোর পালা ফুরিয়ে গেল।

বিধাতা পুরুষ দেখলেন সৃষ্টি রসাতলে যায়। শোকব্যথাকে এবার নিয়ে এসে আরোপিত করলেন মৃত্তিকার ওপর। মৃত্তিতে বন্ধ্যা হয়ে গেল। ফেটে চৌচির হয়ে গেল সরস ধরিত্রী, জীবকূল প্রপালিকা ধরিত্রী শোকের দুঃসহ বেদনায় ঊষর মরুতে পরিণত হল।

তখন বিধাতাপুরুষ শোকবেদনাকে আরোপিত করলেন মানুষের উপর। অনাহারে তৃষ্ণায় সহে সে শোকের দুঃসহ জ্বালায় উন্মাদের মত ঘুরতে লাগল। দুদিন তিনদিন সে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে মৃত্যুকামনায় উন্মাদের মত ঘুরতে ঘুরতে কোন বনতলে একটা হরিতকী খেয়ে নদীর জলধারা মুখে দিয়ে কি যেন শান্তির আশ্বাস পেল। তার জীবন ধর্মই দুঃসহ শোক যন্ত্রণাকে সহনীয় করে তুলতে শিক্ষা দিল। সেই থেকে শোক ব্যথা মানুষের সঙ্গী।

সীমাও তাই বোধহয় সহ্য করেছিল বাবার বিয়োগ বেদনাকে–শুধু মাত্র বেঁচে থাকার তাগিদেই। সুবিনয়ই সেদিন তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল পরম সুহৃদের মত। সেই সব ব্যবস্থা করেছে।

সীমা চুপ করে বসে আছে শূন্য ঘরে। বাবা আর নেই। ওই দাওয়ায় ইজিচেয়ারটা পড়ে আছে।

শক্তিপদ রাজগুরু, *ভুল করে চাই* (১৯৮৩)

https://xtremepape.rs/

(ক) উপরোক্ত অংশটি পড়ে এর প্রধান চরিত্র সীমা ও তার পারিপার্শ্বিক অবস্থান সম্পর্কে কি ধারণা পাওয়া যায়?

(খ) উপরোক্ত অংশে লেখক যেভাবে ভাষার ব্যবহারের মাধ্যমে তাঁর মূল চরিত্র সীমাকে ফুটিয়ে তুলেছেন তা নিয়ে আলোচনা কর।

https://xtremepape.rs/

2.

পুব–পশ্চিম

[…]
আমরা এক বৃন্তে দুই ফুল, এক মাঠে দুই ফসল
আমাদের খাঁচার ভিতরে একই অচিন পাখির আনাগোনা।
আমার দেবতার থানে তুমি বটের ঝুরিতে সুতো বাঁধো
আমি তোমার পীরের দরগায় চেরাগ জ্বালি।
আমার স্তোত্রপাঠ তোমাকে ডাকে
তোমার আজান আমাকে খুঁজে বেড়ায়।

আমাদের এক সুখ এক কান্না এক পিপাসা
ভূগোলে ইতিহাসে আমরা এক
এক মন এক মানুষ এক মাটি এক মমতা
পরস্পর আমরা পর নই
আমরা পড়শী–আর পড়শীই তো আরশি
তুমি সুলতানা আমি অপূর্ব
আমি মহবুব তুমি শ্যামলী।

আমাদের শত্রুও সেই এক
যারা আমাদের আস্ত মস্ত সোনার দেশকে খণ্ড–খণ্ড করেছে
যারা আমাদের রাখতে চায় বিচ্ছিন্ন করে বিরূপ করে বিমুখ করে।
কিন্তু নদীর দুর্বার জলকে কে বাঁধবে
কে রুখবে বাতাসের অবাধ স্রোত
কে মুছে দেবে আমাদের মুখের ভাষা আমাদের রক্তের কবিতা
আমাদের হৃদয়ের গভীর গুঞ্জন?
তুমি আমার ভাষা বলো আমি আনন্দকে দেখি
আমি তোমার ভাষা বলি তুমি আশ্চর্যকে দেখ
এই ভাষা আমাদের আনন্দে–আশ্চর্যে সাক্ষাৎকার।
কার সাধ্য অমৃতদীপিত সূর্য–চন্দ্রকে কেড়ে নেবে আকাশ থেকে?

আমাদের এক রবীন্দ্রনাথ এক নজরুল।
আমরা ভাষায় এক ভালোবাসায় এক মানবতায় এক
বিনা সুতোয় রাখীবন্ধনের কারিগর
আমরাই একে অন্যের হৃদয়ের অনুবাদ

মর্মের মধুকর, মঙ্গলের দূত
আমরাই চিরন্তন কুশলসাধক॥

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, *দেশ সুবর্ণজয়ন্তী কবিতা–সংকলন* (১৯৮৫)

https://xtremepape.rs/

(ক) দুই বাংলার মানুষের মানসিক একাত্বতার প্রতি কবির যে মনোভাব উপরোক্ত কবিতাটিতে প্রকাশ পেয়েছে তা নিয়ে আলোচনা কর।

(খ) কবিতাটিতে কবি তাঁর অনুভূতি তুলে ধরতে যে চিত্রকল্প (ইমেজারি) ব্যবহার করেছেন তার সম্বন্ধে তোমার কি মতামত?

https://xtremepape.rs/